সুরা আস্ সাফ্ফ-৬১

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময়

এই সূরা তৃতীয় বা চতুর্থ হিজরী সনে মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছিল বলে মনে হয়। কেননা ৫ম আয়াতে শৃঙ্খলার অভাব সম্বন্ধে এবং নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আভাষ দেয়া হয়েছে। উহুদের যুদ্ধের সময়ে উদ্ভুত পরিস্থিতির ইঙ্গিতবহ এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, এই সূরাটি উহুদের যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। ঐ যুদ্ধে কয়েকজন মুসলমান পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছিলেন, যার দরুন বিপর্যয় ঘটেছিল। পূর্ববর্তী দুটি সূরাতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে এবং যুদ্ধোদ্ভূত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সূরা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছ ইমাম বা নেতার প্রতি পূর্ণ, অবিমিশ্র ও সার্বিক আনুগত্য প্রদর্শনের উপর এবং নেতার নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রেখে দৃঢ়তা ও একাত্মতার সঙ্গে সমন্বিতভাবে শত্রুর মোকাবিলা করার উপর।

বিষয়বস্তু

আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য, বুদ্ধিমত্তা ও শক্তির মহিমা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সূরাটি আরম্ভ হয়েছে এবং মু'মিনদেরকে ভর্ৎসনার সুরে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যখন তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহ্‌র পবিত্র গুণাবলী ও প্রশংসা উচ্চারণ করে তখন এটাই অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে তারা যেন নিজেদের কাজের মাধ্যমেও তাদের ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করে। আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করে প্রতিফলিত করার মাঝেই রয়েছে ঈমানের সার্থকতা। মুখের ঈমান ও বাস্তব কার্যাবলীর মধ্যে একাত্মতা ও সামঞ্জস্য বিধানে ঈমান সার্থক হয়। অতএব সত্যের পথে যখন তাদেরকে যুদ্ধের আহ্বান জানানো হয় তখন তাদের উচিত ঐ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সাথে কাফিরদের মোকাবিলা করা এবং নেতার প্রতি অবিচল আস্থা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা। অতঃপর এই সূরাতে মূসা(আঃ) এর অনুসারীদের অবাধ্যতার কথা উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে, তারা মূসা (আঃ) এর বিরক্তি ও মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল এবং এতে প্রকারান্তরে মুসলমানদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, তারা যেন কখনো এরূপ না করে। এই পরোক্ষ সাবধান-বাণী উচ্চারণের পরে ঈসা(আঃ) এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করা হয়েছে যাতে তিনি বলেছিলেন,'আমার পরে 'আহমদ' নামক এক নবীর আগমন হবে' এবং সাথে এই কথাও ঘোষণা করা হয়েছে, অন্ধকারের সন্তানরা আল্লাহ্‌র নূরকে(আলোকে) নিভিয়ে ফেলার প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকবে। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ঐ আলো সকল উৎকর্ষ ও উজ্জ্বলতা সহকারে ঝলমল করতে থাকবে, এমনকি ইসলাম সকল ধর্মের উপরে বিজয় লাভ করবে। কিন্তু ঐ বিজয় সংঘটিত হবার পূর্বে মুসলমানদেরকে " আল্লাহ্‌র পথে বহু জান ও মাল কুরবানী করে প্রাণপণ সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। কেবল এইরূপ সংগ্রামের দ্বারা তারা আল্লাহ্‌র তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সমর্থ হবে এবং এমন মহামর্যাদার স্থান ('জান্নাত') লাভ করবে যার ভিতর দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত থাকবে। মুসলমানদেরকে এই উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে সূরাটি শেষ হয়েছে তারা যেন আল্লাহ্‌র পথে সর্বপ্রকারের দুঃখ-কষ্টবরণ করে ও আত্মত্যাগ করে যেমনটা করেছিলেন হযরত ঈসা (আঃ) এর সত্যিকার অনুসারীরা ।

سُوْرَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ اٰيَةً وَّرُكُوْعَانِ

সূরা আস্ সাফ্ফ-৬১

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ১৫ আয়াত এবং ২ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ②

২। [খ]আকাশসমূহে যা-ই আছে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে (সবই) আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③

৩। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা কেন তা বল যা কর না[৩০৩৪]?

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ④

৪। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত (কাজ) যে তোমরা তা বল যা কর না।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ⑤

৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে এমনভাবে যুদ্ধ করে[৩০৩৫] যেন তারা এক সীসাঢালা (সুদৃঢ়) প্রাচীর।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ⑥

★ ৬। আর (স্মরণ কর) মূসা যখন তার জাতিকে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ[৩০৩৬]? অথচ তোমরা জান নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র রসূল।' এরপর তারা যখন বেঁকে বসলো তখন আল্লাহ্ও তাদের হৃদয় বাঁকা করে দিলেন। আর আল্লাহ্ দুস্কৃতিপরায়ণ লোকদের হেদায়াত দেন না।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১; খ. ২৭ঃ৪৫; ২৪ঃ৪২; ৫৭ঃ২; ৬২ঃ২; ৬৪ঃ২।

৩০৩৪। মুসলমান কথায় ও কাজে এক। মুসলমান যা বলে, তা করে। বড় বড় বুলি আর শূন্য-আস্ফালন কোনই কাজে আসে না। এরূপ ঈমান যা কার্যে রূপান্তরিত হয় না, আর এরূপ প্রতিজ্ঞা যা বাস্তবায়িত হয় না, তা মুনাফিকী বা ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩০৩৫। মুসলমানের নিকট এটাই আশা করা হয় যে তারা শত্রুদের হীন-চক্রান্তের মোকাবেলায় তাদের নেতার নেতৃত্বের অধীনে পূর্ণ ঐক্য ও অটল আনুগত্য সহকারে অভিযান চালাবে। যারা শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ জাতিরূপে গড়ে উঠতে চায় তাদের একই জীবনাদর্শ, একই জীবনপদ্ধতি, একই নীতিমালা, একই উদ্দেশ্য এবং একই লক্ষ্য সহ একটি একক কর্মসূচীর অনুসারী হতে হবে। তবেই তারা লক্ষ্যে পৌঁছুতে সমর্থ হবে।

৩০৩৬। হযরত মূসা (আঃ)কে নিজের অনুসারীদের কাছ থেকে যতটা মানসিক কষ্ট ও বিপত্তি বরদাস্ত করতে হয়েছিল কোন নবীকেই হয়তো তেমনটা করতে হয়নি। তাঁর অনুসারীরা স্বচক্ষে ফেরাউনের সলিল-সমাধি দেখলো, আল্লাহ্র মহাশক্তি প্রত্যক্ষ করলো, অথচ নিরপদে সাগর পাড়ি দিবার পরেই তারা আল্লাহ্র মহিমাকে ভুলে গিয়ে পৌত্তলিকতার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। আর অন্য এক জাতিকে মূর্তিপূজা করতে দেখে মূসা (আঃ)কে বললো,"আমাদের জন্য এরূপ উপাস্য তৈরি করে দাও যেরূপ উপাস্য তাদের আছে"(৭ঃ১৩৯)। যখন মূসা(আঃ) তাদেরকে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত ভূমি কেনান এলাকায় অভিযান চালাবার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিলেন তখন তারা

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِي ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝٦

৭। আর (স্মরণ কর) মরিয়মের পুত্র ঈসা যখন বলেছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল, তওরাতের যা আমার সামনে রয়েছে এর সত্যায়নকারীরূপে এবং আমার পরে আগমনকারী এক মহান রসূলের সুসংবাদদাতারূপে (এসেছি)। তার নাম হবে আহ্‌মদ[৩০৩৭]। এরপর সে যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাদের কাছে এল তারা বললো, 'এতো এক সুস্পষ্ট [ক]যাদু।'

দেখুন ঃ ক. ২৭ঃ১৪; ৪৩ঃ৩১।

অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিল, "তুমি ও তোমার প্রভু যাও এবং তোমরা দুজনেই যুদ্ধ কর, নিশ্চয় আমরা এখানেই বসে থাকবো(৫ঃ২৫)। পৌত্তলিক মনোভাবাপন্ন স্বজাতিকে মূসা(আঃ) মূর্তিপূজা থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য অবিরত চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু ফেরাউনের দাসত্ব থেকে উদ্ধারকৃত স্বজাতির নিকট থেকে কৃতজ্ঞতাপ্রাপ্তির বদলে তিনি অবজ্ঞা, অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য পেয়েছেন বেশী। তাঁর সৎ চেষ্টার প্রতি সহযোগিতা দানের পরিবর্তে তাঁর অনুসারীরা বরং বাধা দান করেছে বেশী। অথচ ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মূসা(আঃ) তাদেরকে মুক্ত না করলে বনী ইসরাঈলী জাতির জাতি-সত্তাই লোপ পেত। পৌত্তলিকতার অন্ধকার থেকে তওহীদের আলোর দিকে না আনলে সকল পারলৌকিক মঙ্গল থেকেও ঐ জাতি চিরবঞ্চিত থাকতো। এত বড় ইহলৌকিক ও পরলৌকিক মঙ্গলকারীর প্রতি তারা বিদ্বেষ পোষণ করেছিল, বদনাম ও কুখ্যাতি পর্যন্ত তারা ছড়িয়েছিল।

৩০৩৭। নবী করীম (সাঃ) এর আগমন সম্বন্ধে হযরত ঈসা (আঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা বাইবেলের যোহন ১২ঃ১৩, ১৪ঃ১৬-১৭, ১৫ঃ২৬ ও ১৬ঃ৭ এ লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী(সাঃ)কে 'পপ্যারাক্লিট' বা 'কমফর্টার' বা 'স্পিরিট অব ট্রুথ' নামে অভিহিত বলে দেখতে পাওয়া যায়। এই নামটি ও আনুসঙ্গিক বিষয়াদি বিশ্লেষণ করলে ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম পরিষ্কার বুঝা যাবেঃ-

(ক) ভবিষ্যদ্বাণীতে আছে যে ঈসা (আঃ) এর ইহলীলা ত্যাগের পর শান্তিদাতা (প্যারাক্লিট বা কমফর্টার) বা সত্যের আত্মা (স্পিরিট অব ট্রুথ) আগমন করবেন। (খ) তিনি (আগমনকারী) পৃথিবীর বুকে চিরস্থায়ী হবেন। তিনি এসে বহু বিষয়ে অনেক কথা বলবেন, যা ঈসা(আঃ) স্বয়ং তখন বলতে পারেননি। কেননা মানুষ ঐগুলির গুরুত্ব ও দায়িত্ব বহন করার উপযুক্ত শক্তি তখনো প্রাপ্ত হয়নি। (গ) তিনি মানুষকে সাকল্য সত্যে পরিচালিত করবেন। (ঘ) তিনি নিজ থেকে কিছুই বলবেন না বরং যা যা তিনি শ্রবণ করবেন তা তা বলবেন। (ঙ) তিনি এসে ঈসা (আঃ) এর মর্যাদা উচ্চ করবেন এবং তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিবেন। '(শান্তিদাতা' সত্যের আত্মা) এর বর্ণনা কুরআনে প্রদত্ত মহানবী (সাঃ) এর গুণাবলী, মর্যাদা, আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধীয় বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যায়। ঈসা (আঃ) এর ইহজগৎ ত্যাগের পরে মহানবী(সাঃ) এর আবির্ভাব ঘটে। তিনি চিরস্থায়ী শরীয়তসহ আগমন করেন। কুরআন বিশ্বমানবের জন্য সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ যা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে(৫ঃ৪)। তিনি নিজ থেকে কিছু বলেননি, বরং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা শুনেছেন তা-ই তিনি বলেছেন (৫৩ঃ৪)। তিনি ঈসা (আঃ) এর গুণকীর্তন করেছেন (২ঃ২৫৪;৩ঃ৫৬)। যোহনের সুসমাচারে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটি কথা, কুরআনের এই আয়াতে প্রদত্ত ঈসা (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত কথাগুলোর সাথে মিলে যায়, কেবল প্যারাক্লিট নামটির স্থলে 'আহ্‌মদ' নাম ব্যবহৃত হয়েছে। বাইবেলের ও কুরআনের বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা সত্বেও কেবল নামের বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে খৃষ্টান লেখকগণ কুরআনের বর্ণিত এই ভবিষ্যদ্বাণীকে ঈসা (আঃ) এর প্যারাক্লিট সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন ও চ্যালেঞ্জ করেন। আসল কথা হলো, ঈসা (আঃ) 'আরামাইক' ও হিব্রু' এ দুই ভাষাতেই কথা বলতেন। আরামাইক ছিল তাঁর মাতৃভাষা আর হিব্রু ছিল তাঁর ধর্মীয় ভাষা। বাইবেলের যে পঠন আমরা পাই, তা 'আরামাইক' ও 'হিব্রু' ভাষায় বাইবেলের গ্রীক অনুবাদ। আরামাইক বা হিব্রু বাইবেলের অস্তিত্ব এখন নেই। তাই গ্রীক ভাষায় অনূদিত বাইবেল থেকে অন্যান্য ভাষায় বাইবেল অনূদিত হয়ে আসছে। স্বভাবতই অনুবাদ 'আসলের' পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। কেননা প্রত্যেক ভাষারই সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক ভাষা-ভাষী জাতিরও প্রকাশের সীমাবদ্ধতা থাকে। তাদের সেই সীমাবদ্ধতা তাদের লিখার মধ্যেও প্রকাশ পায়। গ্রীক ভাষায় 'প্যারিক্লুটাস' একটি শব্দ আছে , যার অর্থ আরবী ভাষার 'আহমদ' শব্দের অনুরূপ। খৃষ্ট-ধর্ম বিশারদ জেক ফিনেগান তার "দি আরকিওলজী অব রিলিজিওন' পুস্তকে লিখেছেন, "গ্রীকভাষায় 'প্যারাক্লিটাস' (শান্তি-দাতা) আর 'প্যারিক্লুটাস' একই ধরনের শব্দ। দ্বিতীয় শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'আহ্‌মদ' এবং মুহাম্মদ"। প্রাচীন কায়রো শহরের এয্‌রা সিনাগগে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে "দামাস্কাস ডকুমেন্ট" নামের একটি ধর্ম পুস্তকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখা যায়, ঈসা (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে 'এমেদ'নামে একজন পবিত্র আত্মার আগমন হবেঃ "তিনি(সদাপ্রভূ) তাঁর মসীহের দ্বারা তাদের কাছে তাঁর (প্রেরিত) পবিত্র আত্মার পরিচয় ঘটালেন। কেননা তিনিই 'এমেদ'(অর্থ সত্যবাদী, আল্ আমীন) এবং তাঁর (সদাপ্রভুর) নামানুসারে.....'এমোদ' হিব্রু শব্দ, যার অর্থ 'সত্য' অথবা 'সত্যবাদী মহান ব্যক্তি যিনি নিরন্তর ভাল'(ষ্ট্র্যাচান্'স ফোর্থ গস্‌পেল, পৃঃ ১৪১)। ইহুদীরা এই শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছে 'আল্লাহ্‌র মোহর' বলে। যদিও ঈসা(আঃ) স্বয়ং 'আহমদ' শব্দটিই ব্যবহার করছিলেন তথাপি 'আহমদ' ও 'এমেদ' এই শব্দের অর্থে ও উচ্চারণে সামঞ্জস্য থাকার কারণে পরবর্তী হিব্রু ভাষাভাষী লেখকগণ 'আহমদ' শব্দের স্থলে 'এমেদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অতএব এই আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্যবহৃত 'আহমদ' শব্দটি মহানবী (সাঃ) এর উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। এই যুক্তিধারার অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮। [ক]আর তার চেয়ে বড় যালেম কে, যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে, অথচ তাকে ইসলামের দিকে ডাকা হয়[৩০৩৮]? আর আল্লাহ্ কখনো যালেম লোকদের হেদায়াত দেন না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٧

৯। [খ]তারা নিজেদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহ্‌র নূরকে[৩০৩৯] নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কাফিররা অপছন্দ করলেও আল্লাহ্ সর্বাবস্থায় তাঁর নূর পূর্ণ করেই ছাড়বেন।★

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝٨

১০। [গ]তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাকে সব ধর্মের ওপর বিজয় দান করেন[৩০৪০]। আর মুশরিকরা যত অপছন্দই করুক না কেন (তিনি তা দান করবেন)।★★

১
[১০]
৯

هُوَ الَّذِيْٓ أَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝٩

১১। হে যারা ঈমান এনেছ! আমি কি এরূপ একটি বাণিজ্য সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করবো[৩০৪১] যা এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে তোমাদের রক্ষা করবে?

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ ۝١٠

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ২২; ১০ঃ১৮; ১১ঃ১৯ খ. ৯ঃ৩২ গ. ৯ঃ৩৩; ৪৮ঃ২৯

মসীহের ওপরও এ ভবিষ্যদ্বানী সমভাবে প্রযোজ্য। কেননা তাকেও আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে 'আহ্‌মদ' নামে অভিহিত করেছেন (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া) এবং তাঁর আগমনের মাধ্যমে মহানবী (সাঃ) এর দ্বিতীয় আগমনের বাস্তবায়ন ঘটেছে। মহানবী(সাঃ) এর দ্বিতীয় প্রকাশ বা অভ্যুদয়ের কথা সূরা জুমু'আর তৃতীয় আয়াতে সূক্ষ্ম ও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'বার্নাবাসের সুসমাচারে' মহানবী(সাঃ) এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। খৃষ্টান গীর্জা সাধারণভাবে 'বার্নাবাসের সুসমাচারকে' সঠিক ও সন্দেহমুক্ত মনে করে না। তা সত্ত্বেও এই 'সুসমাচার'টিও অন্য চারটি সুসমাচারের মতই সমপর্যায়ের গুরুত্ব রাখে।

৩০৩৮। এই আয়াতটি অবিশ্বাসীদের প্রতি আরোপ করা যায়। কারণ আহ্বানকারী যদি মহানবী (সাঃ) হন তাহলে অবিশ্বাসীরা হবে আহুত (২০ঃ১০৯ এবং ৩৩ঃ৪৭)। তা ছাড়া কুরআনে অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যাআরোপকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে(৬ঃ১৩৮,১৪১)। তবে ভবিষ্যদ্বাণীটিকে যদি 'প্রতিশ্রুত মসীহের' প্রতি আরোপ করা হয়, সেক্ষেত্রে সাধারণ ও তথাকথিত ওলামাবৃন্দ প্রতিশ্রুত মসীহকে ইসলাম-বিচ্যুত ও ভ্রান্ত মনে করে তাঁকে তাদের মত মুসলমান হয়ে যাওয়ার জন্য ইসলামে ফিরে আসার আহ্বান জানাবে। এক্ষেত্রে আহূত ব্যক্তি হবেন 'প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী(আঃ)।

৩০৩৯। কুরআনে নবী করীম (সাঃ)কে বার বার 'আল্লাহ্‌র নূর বা জ্যোতি' বলা হয়েছে(৪ঃ১৭৫; ৫ঃ১৭; ৬৪ঃ৯)।

★[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) বলেন, এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বুঝানো হয়েছে, মসীহ্ মাওউদ চতুর্দশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করবেন। কেননা নূরের পরিপূর্ণতার জন্য চতুর্দশীর রাত নির্ধারিত রয়েছে (তোহফায়ে গুলড়াবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ১৭, পৃষ্ঠা ১২৪ দ্রষ্টব্য) (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০৪০। তফসীরকারদের প্রায় সকলেই এই ঐক্যমত পোষণ করেন যে এই আয়াতটি 'প্রতিশ্রুত মসীহ' সম্পর্কে প্রযোজ্য। কারণ তাঁর সময়েই সকল ধর্ম নিজ নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য আন্দোল শুরু করবে এবং প্রতিশ্রুত মসীহের যুক্তির বলে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে।

★★[এ আয়াতে মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে সাল্লামের বিশ্ব নবী হওয়ার বিষয়টি জোরালোভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি (সা:) কোন একটি ধর্মের অনুসারীদের জন্য আবির্ভূত হননি, বরং তিনি (সা:) সারা বিশ্বের সব ধর্মের অনুসারীদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন এবং সব ধর্মের ওপর জয়যুক্ত হবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) বলেন, এ আয়াতটি কুরআন শরীফের এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী। এ ব্যাপারে গবেষক আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে মসীহ্ মাওউদের হাতে এটা পূর্ণ হবে। (তিরিয়াকুল কুলূব, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ১৫, পৃষ্ঠা ২৩২) (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০৪১। এই আয়াতটিও 'মসীহে মাওউদ' এর প্রতি আরোপিত বলে মনে হয়। কেননা তাঁর সময়েই ব্যবসা-বাণিজ্যে বিরাট প্রসার লাভ করার কথা ও বিশ্বব্যাপী অর্থকরী কর্মকাণ্ডের এক বৈপ্লবিক স্রোত প্রবাহিত হওয়ারও কথা।

تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

১২। ক.(তা হলো) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা (তা) জানতে।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১৩। (তোমরা এমনটি করলে) তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং এমন সব জান্নাতে তোমাদের প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায় আর খ.চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহের পবিত্র ঘরগুলোতেও (তোমাদের রাখবেন)। এটি অনেক বড় সফলতা।

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ۗ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১৪। আরো একটি (সুসংবাদ) রয়েছে যা তোমরা মনেপ্রাণে চাও। (আর তা হলো) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অতএব তুমি মু'মিনদের সুসংবাদ দাও।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ۗ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۝ ع

★ ১৫। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী হয়ে যাও যেরূপে মরিয়মের পুত্র ঈসা গ.হাওয়ারীদের (অর্থাৎ তার শিষ্যদের) বলেছিল, 'আল্লাহ্র দিকে (পথ দেখাতে) কারা হবে আমার সাহায্যকারী?' হাওয়ারীরা বলেছিল, 'আমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী।' অতএব বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো এবং একদল অস্বীকার করলো। এরপর যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমরা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম এবং তারা বিজয়ী হলো[৩০৪২]। ২ [৫] ১০

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ২০, ৪১ খ. ৯ঃ৭২; ১৯ঃ৬২; ২০ঃ৭৭ গ. ৩ঃ৫৩; ৫ঃ১১২।

৩০৪২। ইহুদীদের যে তিনটি দলের মধ্যে ঈসা(আঃ) তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন তারা ছিলেন ফারিসী, সাদ্দুসী ও এসেনী। ঈসা(আঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত শেষোক্ত এসেনী দলের সদস্য ছিলেন। এসেনীরা অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলে। তারা সাংসারিকতার ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকে সহজ-সরল জীবন যাপন করত। উপাসনা, প্রার্থনা ও ব্রত পালনে তারা অধিকতর মনোযোগী ছিল। মানব-সেবাকেও তারা ধর্মের অঙ্গ মনে করতো। ঈসা (আঃ) এর প্রথম অনুসারীদের অধিকাংশই ছিল এই এসেনী সম্প্রদায়ের লোক (দি ডেড্সী কমিউনিটি, প্রণেতা-কুর্ট শূবার্ট দি ক্রুসিফিকেশন বাই এন আই উইটনেস)। ইউসেফাস এই অনুসারীদেরকে "সাহায্যকারী" বলে উল্লেখ করেছেন। এই সূরার সমাপ্তি শব্দগুলো ভবিষ্যদ্বাণীর মর্যাদা রাখে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপি ঈসা (আঃ) এর অনুসারীরা তাদের চিরশত্রু ইহুদীদের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। ঈসা (আঃ) এর অনুগামীরা রাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্য স্থাপন করে বড় বড় এলাকা জুড়ে শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। আর অপরদিকে ইহুদীরা ছত্রভঙ্গ, বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠি হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে 'যাযাবর ইহুদী' শব্দটি এখন প্রবাদে পরিণত হয়েছে।